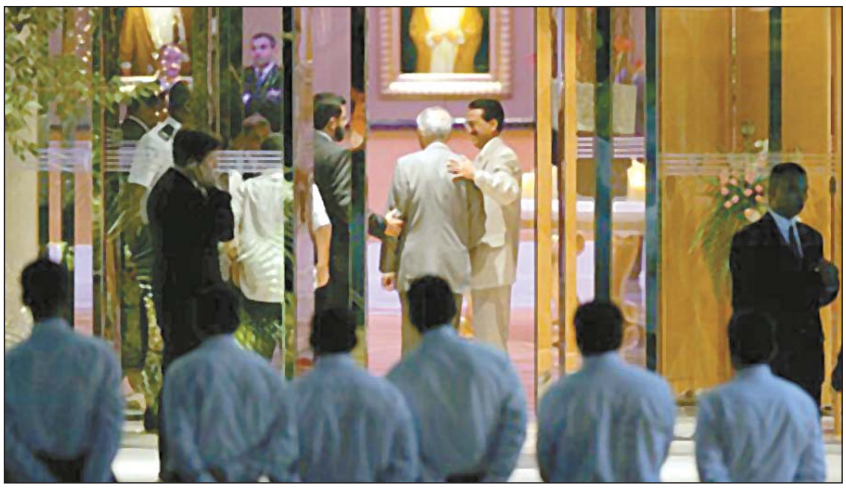

`vD` Kb¨v I wgqv`v` Zb‡qi we‡q| fviZ-cwK¯vb-evsjv‡`‡ki cvq †`okÕ †KwU gvb‡li †PvL wQj `evB‡qi w`‡K| AvgwšZ n‡qwQ‡jb cvP-Qq kZwaK we‡kl AwZw_| G‡`i GKRb Rvb‡Zb bv Av‡iKR‡bi wbgšY Lei| evsjv‡`k †_‡K AvgwšZ n‡q N‡i G‡m‡Qb GKRb| Zvi cZ¨¶ AwfÁZv wb‡qB

wj‡L‡Qb KYv †iRv

আলোচিত বিয়ে

স্থানীয় বাঙালিদের কাছে দুবাইয়ের ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্কটা খুবই পরিচিত। কারণ এই পার্কেই এক বছর আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রখ্যাত শিল্পী রুনা লায়লার একক গানের অনুষ্ঠান। সে সময় যারা এই পার্কে এসেছিল তাদের সবার চোখ পড়েছিল পাশের একটি বড় বিল্ডিংয়ের দিকে। দুবাইতে বড় হোটেল অনেক রয়েছে। কিন্তু এই হোটেলের বিশেষত্বই আলাদা। তিন ভাগে ভাগ করা হোটেলটির একদিকে রয়েছে কয়েকটি হলরুম। বিশাল সব অনুষ্ঠান হয় সেখানে। মাঝখানে হোটেলটির মূল ভবন। আরেক পাশে রয়েছে সিনেমা হলসহ নানা রকম বিনোদনের ব্যবস্থা। হোটেলটির নাম গ্র্যান্ড হায়াত হোটেল। দূর থেকে যে কারো চোখে পড়বে 'হায়াত' লেখাটা। হোটেলটির আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো- বহুদূর থেকে দেখা যায় প্রায় ছয় তলা থেকে অঝোর ধারায় পানি পড়ছে। অন্যান্য দিনের মতো হোটেলটিতে গত শনিবারও ছিল প্রচণ্ড ব্যস্ততা। লবির সামনে গাড়ি থেকে কেউ নামলেই এগিয়ে যায় নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা। খুবই বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে,

কোথায় যাবেন? কি করবেন?

হোটেলে যারা নিয়মিত যাওয়া-আসা করেন তাদের জন্য একটু বিস্ময়। কারণ এই হোটেলে বহু বড় বড় অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু কখনো নিরাপত্তার ব্যাপারটা এতো বড় করে চোখে পড়েনি। এই নিরাপত্তার বড় কারণ একটি বিয়ে।

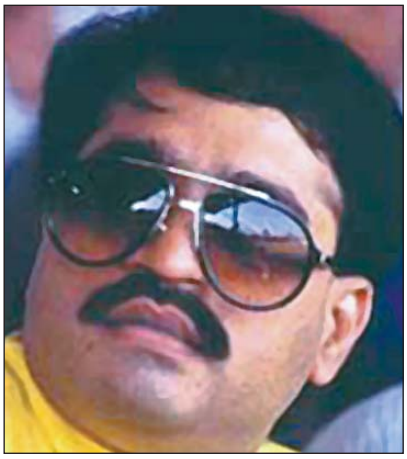

জাভেদ মিয়াঁদাদ - দাউদ ইব্রাহিম : ভিন্ন জগতের এ দু'জন এখন আত্মীয়তার বন্ধনে

ইতিমধ্যেই যে বিয়েটি নিয়ে এই উপমহাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন হচ্ছে সেই বিয়ের মূল অনুষ্ঠানই হচ্ছে গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে। পাত্র-পাত্রীর চেয়ে ছেলেমেয়েদের বাবা-মাই বেশি পরিচিত। ছেলের বাবা জাভেদ মিয়াঁদাদ পাকিস্তানের এক সময়কার বিশ্বসেরা ক্রিকেট খেলোয়াড়। মেয়ের বাবা দাউদ ইব্রাহীম, আরো একজন আলোচিত কিংবা সমালোচিত মানুষ। দাউদ ইব্রাহীমকে নিয়ে বহু কথা হয়েছে- তবে একটি কথা ব্যাপক আলোচিত, বলিউডের সিনেমা সাম্রাজ্যে তিনি নিয়ন্তা। তাই স্বভাবতই ধারণা ছিল, তার মেয়ের বিয়েতে সুপারস্টাররা ভিড় করবে। বাস্তবে তা হয়নি।

দাউদের মেয়ের বিয়েতে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। মাত্র ৫০০ থেকে ৬০০ অতিথিকে দাওয়াত দেয়া হয়। এই অতিথিদের মধ্যে কতজন মুম্বাইয়ের তারকাদের নিমন্ত্রণ করা হয় তা কেউ জানে না। কিন্তু মিডিয়ার ধারণা ছিল, প্রচুর মুম্বাইয়ের তারকা আসবে। নিদেনপক্ষে চলচ্চিত্রের তারকা না এলেও ক্রিকেট তারকারা আসবে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত সমস্ত ক্যামেরাম্যান ইয়া বড় বড় জুমলেন্সসহ ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হোটেলের বাইরে। রাত দেড়টার সময় দেখা গেল তরুণী একজন টিভি রিপোর্টার ক্যামেরার সামনে বলছে, আর কিছুক্ষণের

মধ্যে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলরুম বন্ধ করে দেবে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকে এখানে দাঁড়িয়ে যে আশা করেছিল তার কোনোটাই পূরণ হয়নি। আসলেও তাই, যে বিয়ে নিয়ে এতো আলোচনা সেখানে দাউদ ইব্রাহীম এলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। জাভেদ মিয়াঁদাদের ভারত প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হবে। সেই বিয়েতে যতটা জৌলুশ, যতটা আলো- তার কিছুই ছিল না। বাইরে কিছুটা আলোর জৌলুশ থাকলেও ফটোসাংবাদিকদের জ্বালাতনে সেটাও বন্ধ করে দেয়া হয়।

মূল অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়ের আত্মীয়স্বজন মূলত উপস্থিত হয়েছিলেন। হোটেলের অনুষ্ঠানের যে বোর্ড থাকে সেখানে সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের নাম লেখা থাকে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে হোটেলের লবিতে ইভেন্ট বোর্ডে লেখা ছিল- জাভেদ মিয়াঁদাদের নাম। আর সাংবাদিকদের তো ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশের প্রশ্নই আসে না। অতিথিদের মধ্যে যারা ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলেন সেটাও জমা রাখা হয়।

বাইরে যে সাংবাদিকরা ছিলেন- সেখানেও 'বগি' আওয়াজ চলেছে। বড় গাড়ি থেকে কেউ নামলেই আওয়াজ উঠেছে- ঐ যে দাউদ ইব্রাহীম আসছেন। একবার তো লম্বা বোরকা পরা একজনকে দেখে সবাই বলে উঠলো- ঐ যে উনিই দাউদ ইব্রাহীম। কিন্তু সত্যিকার অর্থে দাউদ ইব্রাহীম আসেননি। এছাড়া গাড়ি থেকে সুন্দরী কেউ নামলেই আওয়াজ উঠেছিল ঐশ্বরিয়া রাই থেকে মাধুরী দীক্ষিতের নাম। এক সাংবাদিক তো শপথ করেই বলে বসল, অক্ষয় কুমারের সঙ্গে তার বিয়েতে সে রকম আনন্দ-জৌলুশের অভাব ছিল।

সকাল থেকেই বলরুমের ভেতর অনেক গান-বাজনার মহড়া হচ্ছিল। বিয়ের মধ্যেও তার রেশ ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ অতিথির ব্যস্ততা ছিল। বর-কনেকে দোয়া করেছে, খেয়েছে, গান শুনেছে, চলে গেছে। কিন্তু কোনো আলাপ-আলোচনা ছিল না। কেউ কেউ বলেন, এই বিয়েতে কোনো কার্ড ছাপা হয়নি। শুধু এসএমএসের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয় অতিথিদের। হোটেল কর্তৃপক্ষ ৬০০ লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু খাবার বেঁচে গিয়েছিল অনেক। খাবারের মেন্যুতে বিরিয়ানি থেকে শুরু করে পেশোয়ারি রুটি পর্যন্ত ছিল।

কেউ কেউ বলেন, এই বিয়েতে কোনো কার্ড ছাপা হয়নি!

কিন্তু বিয়েবাড়ির ভেতরের চেয়ে আলোচনা শুধু যে হোটেল চত্বরে ছিল তা নয়- শনিবার জুড়ে দুবাইয়ে 'টক অব দ্য টাউন' ছিল এই বিয়ে। কেউ যদি হোটেলের রুমে এমনি অন্য কাজে ছিলেন তাকেও প্রশ্ন করা হয়- আপনি কি বিয়ে খেতে এসেছেন।

দুবাইয়ের গ্র্যান্ড হায়াত হোটেল

শোনা যায়, জাভেদ মিয়াঁদাদের ছেলে জুনাইদ দেখা হয়েছে। একটু পরেই তিনি আসছেন।

পুরো বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে বাইরে যত সোরগোল ছিল, হইচই ছিল, বলরুমের ভেতরে কিন্তু সেই রকম কোনো ব্যাপার ছিল না। তবে সাধারণত বিয়ে বাড়িতে যেমন হইচই থাকে, অন্য রকম আনন্দ হয়, এই জাভেদ এবং দাউদ ইব্রাহীমের মেয়ে মাহরুখ ইব্রাহীমের পরিচয় হয় বিলেতে। তারপর প্রেম এবং এই বিয়ে। বিয়ের পর বর-কনেকে তাদের কিছু বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে অবস্থান করেছিলেন। তবে হোটেলের বলরুম এবং লবিতে একটি অস্থায়ী পার্টিশন দেয়া হয়। মাঝরাতে সেই পার্টিশন সরিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু সাংবাদিকদের কাউকে লবিতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। আর যারা অতিথি ছিলেন তারাও বাইরের সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি।

এমনি কোনো বিয়েতে বাইরের লোকজনকে যেমন খাওয়া-দাওয়া পরিবেশন করা হয়, এখানে তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিলে না। বরং নিরাপত্তা কর্মীরা বলেছেন, খাওয়া তো দূরের কথা, এর বাইরে যে দাঁড়ানোর অনুমতি দেয়া হয়েছে এটাই অনেক বেশি।

হলরুম পুরোটাই তাজা ফুলে সজ্জিত ছিল। প্রবেশ পথেই এই ফুলের সমাহার ছিল চোখে পড়ার মতো। বাইরের আলো কমিয়ে ফেলায় ভেতরে প্রবেশ করার পর সাদা ও লাল রঙের ফলগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূল অনুষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে এই ফুলের সাজসজ্জা ছিল দেখার মতো।

তারপরও সেই কথাটাই সত্যি, যত সাজসজ্জা, যত জৌলুশ যাই হোক না এই বিয়েটা বাইরের জগতে ছিল ব্যাপকভাবে আলোচিত। আগামী কিছুদিন মিডিয়ার নানা আলোচনায় গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে আয়োজিত এই বিয়ের কথা নানাভাবে আলোচনায় থাকবে।